রাহে বেলায়াতের ১ম সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে দেওয়া সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শেরে ফুরফুরা মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী ও নসীহত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ, আমার নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় "রাহে বেলায়াত" নামের এই বইটি লিখেছে আমার জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। কুরআন কারীম ও সহীহ্ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বইটি লেখা হয়েছে। আমার সকল মুরীদ এবং যারা আমাকে ভালবাসেন, আমার পরামর্শকে গুরুত্ব দেন বা আমার নিকট থেকে শিক্ষা নিতে আগ্রহী তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন যে, এই বইটিকে নিজের আমলের জন্য সদা সর্বদা পাঠ করবেন ও পালন করবেন।

সকলের কাছে আমার অনুরোধ, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ রাখুন:

প্রথমত, বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) "ফিকহুল আকবার", ইমাম তাহাবীর (রহ) "আকীদায়ে তাহাবীয়া" ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন। পরবর্তী যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন। সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন। ফরয ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সকল কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন। কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক (অধিকার) নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাসি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন।

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন। মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি করুন। নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত সর্বদা পালন করবেন।

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন। বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। এছাড়া আরাফাতের দিনের সিয়াম ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন। নফল দান বেশি করার চেষ্টা করবেন। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্ঠা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন।

পঞ্চমত, এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল যিক্‌র-ওযীফা নিয়মিত পালন করবেন। সকল দু'আ, মুনাজাত ও যিক্‌র বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে তা নিয়মিতভাবে পালন করবেন। যারা সকল দু'আ ও ওযীফা মুখস্থ ও পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না বা মুখস্থ করতে দেরি হবে বলে মনে করছেন, তাদের জন্য আমি নিম্নরূপ ওযীফা পালনের নসীহত করছি:

(ক). ফজরের সালাতের পরে এবং মাগরিবের সালাতের পরে এই বইয়ের ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২ ও ১১৬ নং যিক্‌র পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ' , ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম', ১ বার 'লা ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (কুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ, ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', ৩ বার 'সুবহানাল্লাহি ... কালিমাতিহী', ১০ বার সালাত (দরুদ), ৩ বার 'বিসমিল্লাহি ... ', ৭ বার 'হাসবিয়াল্লাহ..' , ৩ বার 'রাদীতু..', ১ বার 'ইয়া হাইউ ..', ১ বার 'আল্লাহুম্মা ইন্নী..'। এরপর যতক্ষণ সম্ভব বসে নফী ইসবাতের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত করবেন। সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ করবেন।

(খ). কর্মময় দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সর্বদা বেশি বেশি ১, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮ ও ১১৭ নং যিক্‌র পালন করবেন।

(গ). যোহর ও আসর সালাতের পরে : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ নং যিক্‌রগুলি পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ', ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ', ১ বার 'লা-ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (কুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ।

(ঘ). ইশা'র সালাতের পরে যোহর ও আসরের সালাতের অনুরূপ ওযীফা পালন করবেন। ইশার সালাতের পরে বা তাহাজ্জুদের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে অন্তত ১০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দু'আ করবেন।

(ঙ). বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগে ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৯ ও ১৪০ পালন করবেন। অর্থাৎ, ১০০ তাসবীহ, ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার 'সূরা বাকারার' শেষ দুই আয়াত, ১ বার সূরা কাফিরূন, ৩ বার করে 'তিন কুল', ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহা', ১ বার 'আসলামতু নাফসী...'।

এই ওযীফা প্রথম পর্যায়ের জন্য। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সকল যিক্‌র ও দু'আ মুখস্থ করে তা উপরের অযীফার অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

মাসনূন পদ্ধতিতে নিয়মিত যিক্‌রের মাজলিস কায়েম করুন। যিক্‌রের মাজলিসে যথাসম্ভব আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকাটা ও তওবা বেশি করে করবেন, আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মহব্বত এবং কুরআন-হাদীসের সহীহ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবেন। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি – তিনি যেন এই ওযীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন।

আহকারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দিকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

দ্রষ্টব্য: এ বাণীটি প্রথম সংস্করণে দেওয়া। নতুন সংস্করণে যিকরের নম্বরগুলো পরিবর্তন হয়েছে।